দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বিতর্ক ঃ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হলে জাতির অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই বেশী

মোহাম্মদ শামীম আলম

আজ-কাল পেপার-পত্রিকা খুললেই দেখা যায় বড় অক্ষরে লেখা আছে- অমুক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবদমান দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে এতজন ছাত্র নিহত এবং এতজন আহত হয়েছে। অথবা দেখা যায় দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে অমুক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেন ব্যাপারটি একটি মামলি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিনিয়তই চলছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মহড়া, কলেজগুলোতে চলছে শক্তিমত্তা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা, এক বন্ধুর হাত রঞ্জিত হচ্ছে অন্য বন্ধুর রক্তে, ছাত্ররা বই, খাতা, কলম ফেলে হাতে তুলে নিচ্ছে অস্ত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো আজ একেকটি মিনিক্যান্টনমেন্ট, শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাসের দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড আজ প্রাচ্যের লেবাবান তথা সন্ত্রাসের সূতিকাগার। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এই বিভিষিকাময় পরিবেশ? কেন এত রক্তপাত? কেন এই অন্যায় অবিচার? কেন এই অনিয়ম? এর উত্তর খুবই সহজ। সকলেই একবাক্যে এর জন্য দোষারোপ করবেন ছাত্ররাজনীতিকে। কিন্তু যখনই বলা হয় ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দিলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে তখনই অনেকে খোঁড়া যুক্তি দিয়ে বলেন, "ছাত্ররাই জাতির বিবেক, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলে জাতির দিক-নির্দেশনা দিবে কারা?" একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ছাত্ররা জাতির বিবেক। আমি নিজেও একজন ছাত্র। ছাত্রদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে একেবারে না হলেও মোটামুটি অবগত আছি। ছাত্ররাই জাতির বিবেক এবং দিক-নির্দেশক- এটা ধ্রুব সত্য। কিন্তু এ কথার সাথে তো ছাত্ররাজনীতির কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজনীতি এক জিনিস আর জাতিকে দিক-নির্দেশনা দেয়া আরেক জিনিস। জাতির প্রয়োজনের মুহূর্তে ছাত্ররাই তাদের দিক-নির্দেশনা দিবে এবং ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনে আন্দোলন করবে- এটাই তো নিয়ম। কিন্তু এতে তো ছাত্রদের রাজনীতি করার প্রয়োজন পড়ে না। হ্যাঁ, রাজনীতি ছাড়া কোন মানুষের কথা কল্পনা করা যায় না- এটাও সত্য। ছাত্ররাও রাজনীতি করবে। কিন্তু সেটা হবে গৌণ, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে লেখাপড়া শিখে জাতিকে কিছু উপহার দেয়া। মোট কথা তাদের পরিচয় হবে একটাই। আর তা হল ছাত্র। আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতি আজ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। ছাত্ররা আজ রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রিড়নকে পরিণত হয়েছে। তারা আজ একেকটি রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও দর্শনের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। যাতে করে তাদের দেশপ্রেম লোপ পেয়েছে। অনেক সময় ছাত্ররা দেশ তথা জাতির স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে মুরুব্বী সংগঠনের নির্দেশে এমন সব কাজে লিপ্ত হয় যা ভাবতেও লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়।

ছাত্ররা রাজনীতি করবে, কিন্তু তা তো কোন সংগঠনের লেজুড় হিসেবে নয়। তাদের সংগঠন থাকবে একটাই এবং তার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও দর্শনও হবে একটা। তাদের রাজনীতি হবে দেশ তথা জাতিকে কিছু দেয়ার জন্য। রাজপথে গাড়ী ভাংচুর করে কোন ব্যক্তির ক্ষমতায় যাওয়ার পথ পরিষ্কার করার জন্য তো ছাত্ররা রাজনীতি করতে পারে না। ছাত্রদের উচিত সরকারের সাথে মিলে জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু তারা যদি তা না করে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের বেড়াজালে আটকা পড়ে যায় এবং মুরুব্বী সংগঠনের নির্দেশে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় তাতে দেশ তথা জাতির ক্ষতির পরিমাণ যে কতো তার অংক মিলানো সম্ভব নয়। আজ যদি একটি দল নিছক দলীয় স্বার্থে হরতালের ডাক দেয় সেখানে ছাত্রদের দায়িত্ব হবে ঐ হরতালের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং ঐ হরতালকে প্রতিহত করা। অথচ ছাত্ররা তা না করে দলীয় স্বার্থে রাজপথে নেমে যায় গাড়ী ভাংচুর করতে। যেটা কারোরই কাম্য নয়। ছাত্ররা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেই তারা একেকটি রাজনৈতিক দলের ব্যানারে একতাবদ্ধ হয়। যাতে করে তাদের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাবের জন্ম হয়। একের সাথে অন্যের বিভেদ বাড়ে। আর এর থেকেই সৃষ্টি হয় সন্ত্রাসের। যেখানে ছাত্রদের কাজ হলো লেখা-পড়া শেখা সেখানে যদি তারা রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাতে জাতি ভবিষ্যতে নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়তে বাধ্য। আজ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকায় রাজনীতি আছে অথচ সেই রাজনীতির সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ছাত্ররা রাজনীতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। বৃটেন, ফ্রান্সসহ অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ছাত্ররা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন। মোট কথা বিশ্বে হাতে গোনা কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যতীত সব রাষ্ট্রেই রাজনীতির সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক চিত্র এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একথা বাস্তব সত্য যে, ছাত্ররা রাজনৈতিক ব্যানারে থেকে জাতির যে টুকু উপকারে আসে রাজনৈতিক ব্যানার ছাড়া তার চেয়ে অনেক গুন বেশী উপকারে আসতে সক্ষম। অনেক সময় ছাত্রদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুরুব্বী সংগঠনের নির্দেশে তারা জাতিকে সহায়তা করতে পারে না। যা তারা অরাজনৈতিকভাবে করতে সক্ষম। যেমন ১৯৮৬ সনে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে আওয়ামী লীগ স্বার্থের বিনিময়ে সরে দাঁড়ালে তার নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংগঠনও সরে দাঁড়িয়েছিল। অথচ ঐ ছাত্রদের সেদিন বিন্দু পরিমাণে লাভ হয়নি। লাভ হয়েছিল তাদের মুরুব্বীদের। তারা শুধু নিছক দলীয় স্বার্থে জাতির ঐ ক্রান্তিলগ্নে আন্দোলনের মাঠ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। অথচ ১৯৯০ সনে যখন ছাত্ররা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠন করেছিল তখন স্বৈরাচারী এরশাদ ঠিকই পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিল। এখানে থেকেই ছাত্র রাজনীতির সুফল-কুফল অনুধাবন করা যায়। '৮৬ সনে যদি ছাত্ররা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হত তাহলে চার বছর আগেই ঐ বিশ্ব বেহায়ার পতন হত। অতএব ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হলে যে দেশ তথা জাতি বেশী উপকৃত হবে সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। অতীতে ছাত্ররা মেধার ভিত্তিতে রাজনীতি করতো। যার কারণে ঐ রাজনীতি জনগণের কল্যাণ বয়ে আনতো। কিন্তু বর্তমানে পেশীশক্তিকে বেশী মূল্যায়ন করা হচ্ছে। যে ছাত্র বেশী সাহসী ও শক্তিশালী তাকে দলে টানার হিড়িক পড়ে যায়। আর এতে ছাত্র রাজনীতি বন্দী হয়ে পড়ছে সন্ত্রাসীদের হাতে। যার জন্য মেধাবী ছাত্ররা ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হতে আগ্রহী হচ্ছে না। বস্তুতঃ এ জন্যই ছাত্র রাজনীতি আর জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বরং ছাত্র রাজনীতি আজ সন্ত্রাসীদের আশ্রয় স্থলে পরিণত হয়েছে। সমাজের বড় বড় সন্ত্রাসীরা আজ একেকটি ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত। অতীতে ছাত্রদের অগ্নিঝরা গৌরবময় আন্দোলনের ইতিহাস বাংলাদেশী জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ, '৭২ থেকে '৭৫-এর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সর্বপরি '৯০-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ছাত্রদের যে গৌরবমণ্ডিত ভূমিকা তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু এতে কি ছাত্রদের রাজনীতি করার প্রয়োজন আছে- একথাই প্রমাণ করে? করে না। দেশে যখনই একটি '৫২ কিংবা '৬৯ অথবা '৯০-এর অভ্যুদয় ঘটবে তখনই তো ছাত্ররা গর্জে উঠবে এবং উঠা উচিত। যেহেতু তারা জাতির বিবেক সেহেতু জাতির প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে তারাই জাতিকে নেতৃত্ব দিবে- এটাই তো বাস্তব সত্য। এতে তো কোন নেতা বা নেত্রীকে জিন্দাবাদ দিয়ে মাঠ গরম করার প্রয়োজন পড়ে না। ছাত্রদেরকে উপলব্ধি করতে হবে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল করা যায়। আরিফের মত মেধাবী ছাত্রের জীবন কেড়ে নেয়া যায়। নেতাদের বাহবা অর্জন করা যায় কিন্তু দেশ তথা জাতিকে কিছু উপহার দেয়া যায় না। তাদেরকে বুঝতে হবে রাজনীতি না করেও দেশের কাজে অংশগ্রহণ করে জাতিকে অনেক কিছু উপহার দেয়া যায়। একথা অতি বাস্তব সত্য যে, আজ আমাদের ছাত্র রাজনীতি যে পথে ধাবিত হচ্ছে তা আর কয়েক বছর অব্যাহত থাকলে জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার। বিগত কয়েক দশকের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই রাজনীতি জাতিকে উপহার দিয়েছে হত্যা, গুম, সন্ত্রাসসহ অভি, নীরু, ইলিয়াসের মতো কিছু ফ্রাংকেন স্টাইন।

এই অভিশপ্ত ছাত্র রাজনীতি কেড়ে নিয়েছে বাবলু, আরিফ, গালিব, লিটন, বাদল, চুন্নুসহ অসংখ্য সম্ভাবনাময় ছাত্রের মূল্যবান জীবন। এই ছাত্র রাজনীতি উপহার দিয়েছে সন্ত্রাস, সেসন জট যার জন্য আজ লক্ষ লক্ষ ছাত্রের মূল্যবান সার্টিফিকেট নিষ্ফল হয়ে গেছে। এই ছাত্র রাজনীতির জন্য আজ হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র দেশের বাইরে লেখা-পড়া করছে- যাদের মেধা এ জাতির উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। অতএব, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ছাত্র রাজনীতি চালু রাখার চেয়ে বন্ধ করাই শ্রেয়। আমার সাথে হয়তো কেউই দ্বি-মত পোষণ করবেন না যে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলে জাতির অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গল হবে অনেক বেশী।

আর ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হল : (১) কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলো নির্দলীয়ভাবে মেধার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা (২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে রাজনীতি থেকে বিরত রাখা (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাহার করে এই আইনকে আরো কঠোর করা (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে মেধার ভিত্তিতে সিট বরাদ্দ করা এবং হল থেকে বহিরাগতদের উচ্ছেদ করা। আর এই কাজে সফল হতে পারলে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে এবং সাধারণ ছাত্ররা লেখা-পড়া শিখে জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে।